ইনোভেশন আইডিয়া/ কর্মে উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ Small Improvement Project সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ক ছক

ক্রমিক নম্বর	প্রস্তাবিত কাজের বিষয়	বাস্তবায়নকাল	যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তার নাম ও পদবী	প্রত্যাশিত ফলাফল	পরিমাপ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	ডিজিটাল রেকর্ড রুম	-	মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	এর মাধ্যমে রেকর্ড রুমের নাগরিক সার্ভিসসমূহ ই-সার্ভিস বা ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তর সম্ভব হবে। এতে নাগরিকের সময়, খরচ ও যাতায়াত কম লাগবে এবং সেবাগ্রহীতার ভোগান্তি কমবে।	
০২.	হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল অ্যাপ	-	মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন উপসচিব ভূমি মন্ত্রণালয়	১। এই মোবাইল অ্যাপ হতে সকল ভূমিসেবার তথ্য পাওয়া যাবে; ২। মাঠ পর্যায়ে ভূমিসেবা প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগাযোগের নাম্বার ও ঠিকানা; ৩। ভূমিসেবা প্রদানের প্রসেস ম্যাপ ইত্যাদি---	
০৩.	বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামজারি আবেদন সাত হতে দশ কর্ম দিবসে নিস্পত্তি	-	আহমেদ সাব্বির সাজ্জাদ সহকারী কমিশনার(ভুমি) উপজেলা ভুমি অফিস, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ	বীর মুক্তিযোদ্ধাগন দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করেন। তাদের অবদান জাতি আজীবন মনে রাখবে। তাদের জমি বিষয়ক জটিলতা নিরসন করতে নামজারি আবেদন দ্রুত নিস্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহন করি। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধাগন সেবাটি দ্রুত পায়।	
০৪	অনলাইনে পর্চা/খতিয়ান সরবরাহ।	-	এস এম ফেরদৌস জেলাপ্রশাসক, মানিকগঞ্জ।	রেকর্ড রুমের নকশা, পর্চা, নকল ইত্যাদি সরবরাহ দালাল মুক্ত করতে সঠিক সময়ে ও অল্প খরচে এবং জনগণের দোরগোড়ায় পৌছেঁ দিতে অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রম ১ জুন ২০১৯ থেকে গ্রহণ করা হয়। আবেদনকারীকে তার নিজ ইউনিয়নের UDC থেকে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে নিজ প্রার্থিত ঠিকানায় সেবা পৌছেঁ দেয়া হয়। বিগত প্রায় দেড় বছরে সম্পূর্ণ দালাল	

				মুক্ত ও কোন অভিযোগহীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সুবিধা সমূহঃ * UDC উদ্যোক্তাগণের দ্বারা অনলাইনে পর্চা সরবরাহ আবেদন গ্রহণের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক UDC- এর মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য এর সাথে এই জেলার উদ্যোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে। * অনলাইন ভিত্তিক কোন প্রতিষ্ঠান/সফটওয়ার কোম্পানির সাথে লেনদেন ব্যতীত অনলাইনে পর্চা সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। * এ কার্যক্রমাদি বাস্তবায়নের ফলে আবেদনকারীর যাতায়াত/সময়/খরচ (TCV) কমে গেছে। * বিশ্বের যেকোন প্রান্ত হতে ফোন/ই-মেইল যোগে UDC/PDC এর মাধ্যমে খতিয়ান সংগ্রহের সুযোগ আছে। * টেকসই ও সংরক্ষণযোগ্য পরিবেশ বান্ধব খামে খতিয়ান সরবরাহ করা হচ্ছে।	
০৫.	ভূমি মালিকানা সনদ সরবরাহ।	-	এস এম ফেরদৌস জেলাপ্রশাসক, মানিকগঞ্জ।	উন্নতমানের সার্টিফিকেট ও টেকসই খামে নামজারি পরবর্তী ভূমি মালিকানা সনদ (LOC) সরবরাহ। সুবিধাসমূহঃ * উন্নতমানের সার্টিফিকেট এবং টেকসই খামে খতিয়ান সরবরাহের কারণে দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য। * সরেজমিন দখল সংক্রান্ত হাত নকশা সরবরাহ। * ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারকার্যে অধিকতর সহায়ক এবং পুনঃ তদন্ত/প্রতিবেদন প্রয়োজন হয় না	
০৬.	নামজারীতে শুনানীর সময় ডিজিটাল ডিস্প্লে পর্দাতে আবেদনকারীর প্রস্তাবিত খতিয়ানটি দেখানো যাতে আবেদনকারী চূড়ান্ত স্বাক্ষরের আগেই দেখে নিতে পারে সবকিছু (	-	আতিকুল ইসলাম সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস ,কাশিয়ানী ,গোপালগঞ্জ	সুবিধাসমূহঃ মিসকেসের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে কমে যাবে বলে বিশ্বাস করি ,পাশাপাশি জনগনের হয়রানি বন্ধ হবে এবং অফিসে মিসকেসের সঙ্খ্যা কমে গেলে অফিসের অন্যান্য কাজগুলো সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি জনগনের হয়রানী কমবে এবং ভূমি অফিসের প্রতি জনগনের আস্থা বাড়বে ।	

	যেমনঃ নাম , অংশ , শ্রেনীসহ যাবতীয় বিষয়াবলি)				
০৭.	অনলাইন মিস-কেস রেজিস্টার, কজ লিস্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম	-	মো: আনিছুর রহমান বালী সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, বাউফল, পটুয়াখালী	উপজেলা ভূমি অফিস থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো এসএএন্ডটি এক্ট, ১৯৫০ এর ১৫০ ধারায় রুজুকৃত মিস-কেসসমূহের শুনানী ও তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তি করা। উক্ত মিস-কেসসমূহ স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য গুগল স্প্রেডশীট ব্যবহার করে একটি অনলাইন সিস্টেম তৈরি করে উপজেলা ভূমি অফিসের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে যা থেকে সাধারণ মানুষ সহজেই যে কোন মিস-কেস এর বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি, পরবর্তী ধার্য তারিখ ও ধার্য্য তারিখে করণীয় সম্পর্কে জানতে পারেন। সিস্টেম এর বৈশিষ্ট্যসমূহ: 1. অদ্য তারিখে ধার্য মামলাসমূহের তালিকা পাওয়া যায়। 2. যেকোন তারিখ বাছাই করে সেই সুনির্দিষ্ট তারিখে ধার্য মামলাসমূহের তালিকা পাওয়া যায়। 3. তদন্তের জন্য প্রেরিত মামলাসমূহের তালিকা এবং প্রত্যেক তদন্তকারীর নিকট কতটি মামলা কতদিন যাবত পেন্ডিং আছে তার তালিকা পাওয়া যায়। 4. প্রত্যেক মামলার বাদী, বিবাদী, ও সংশ্লিষ্ট জমির তফসিল সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। সুবিধাসমূহ: 1. সহকারী কমিশনার (ভূমি) উক্ত সিস্টেম দেখে তার দৈনন্দিন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 2. সাধারণ জনগনকে মিস-কেস সংশ্লিষ্ট তথ্য জানার জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে আসতে হয় না, অনলাইনে দেখতে পারেন। 3. মিসকেসসমূহ দুতরফা শুনানীর ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।	

				4. বিগত জুলাই/২০২০ থেকে অদ্যাবধি 71 টি মিসকেস নিষ্পত্তি করা হয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুন এর ও বেশি। গত অর্থবছরে জুন/2019 থেকে জুন/2020 এ 34টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছিলো।	
০৮.	Digital Govt asset lease Management System	-	সুজন চৌধুরী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,ফেনী	জেলা , উপজেলা ,ইউনিয়ন ও মৌজা ভিত্তিক ,সরকারি কৃষি জমি, অকৃষিজ জমি , জল মহল, বালু মহল, হাট বাজার, পুকুর ইত্যাদি সম্পদের দাগ , খতিয়ান , মৌজর তথ্য রাখাসহ , কোন প্রকার সম্পদ কার নিকট ইজারা দেওয়া আছে এবং কত দিন যাবত দেওয়া আছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জানা যাবে । সুবিধাসমূহঃ- ১) রাষ্টীয় প্রয়োজনে যে কোন মুহর্তে সরকারী সম্পদের তথ্য জানা যাবে। ২) রাজস্ব আহরণে পরিকল্পনা গ্রহনে সুবিধা হবে। ৩) এই সব সম্পদের আরো যথাযত ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে ।	
০৯.	গুগল ম্যাপে সকল সরকারী খাস পুকুর ও ভিপি সম্পত্তি সংযুক্তকরণ এবং সাইনবোর্ড টানানো ।	-	মোঃ খবিরুল আহসান সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা	বর্তমান সময়ে সকল খাস পুকুর এবং ভিপি সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গা সম্পর্কে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাসহ অনেক লোকজনের জানা না থাকায় বেদখল হয়ে যাচ্ছে। সেসব জায়গায় যদি সাইনবোর্ড টানানো হয় এবং গুগল ম্যাপে সংযুক্ত করা হয় তবে সহজে লোকজন তা জানতে পারবে। যে কেউ গুগল ম্যাপে প্রবেশ করে উক্ত স্থানের নাম/ নম্বর সার্চ করলে ম্যাপে উক্ত স্থান নির্দেশ করবে, এতে উক্ত সরকারী খাস ভূমি সহজে খুজে পাওয়া যাবে এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা সহজে সেখানে উপস্থিত হতে ও বাস্তব অবস্থা জানতে পারবে। এতে সরকারী সম্পত্তি বেদখলের হতে থেকে রক্ষা পাবে। এতে একদিকে যেমন সরকারী জমির সরকারী দখল থাকবে অন্যদিকে সরকারী পুকুর এবং ভিপি সম্পত্তি লীজের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বর্তমানের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে।	
		-	মোঃ খবিরুল	চান্দিনা ভিটি (সপ লাইসেন্স) উপজেলা ভূমি অফিস থেকে	

	প্রতি বাজারে বাজারে গিয়ে তৎক্ষণাৎ চান্দিনা ভিটি (সপ লাইসেন্স) নবায়ন		আহসান সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা	প্রতিবছর নবায়ন করা হয়। এতে আবেদকারী কর্তৃক আবেদন দাখিলের পর তদন্তের জন্য ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করতে হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে দখলসহ সকল শর্ত মেনে থাকলে উক্ত ব্যক্তি পুনরায় এসে লাইসেন্স ফি জমা দিয়ে থাকেন এবং প্রায় ৭ দিন পর নবায়ন হলে পুনরায় উক্ত ব্যক্তিকে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে নবায়নের রশিদ সংগ্রহ করতে হয়। এতে একজন ব্যক্তির সময়, টাকা ও পরিদর্শন অনেকবার হয়। এছাড়া দেখা যায় একেক সময়ে একেক জন আসে বিধায় সময়ের অপচয় হয়। অনেক সময় হয়রানির স্বীকার হওয়ায় অনেক ব্যক্তি লীজ নবায়ন করে না। এক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি), সার্ভেয়ার, নাজির ও ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বছরের ১ দিন উক্ত বাজারের নথিসহ সংশ্লিষ্ট বাজারের নির্দিষ্ট স্থানে বসে যদি তৎক্ষণাৎ চান্দিনা ভিটি (সপ লাইসেন্স) নবায়ন করে দেওয়া হয় তবে সকলে সহজে সেবা পাবে। এতে একজন ব্যক্তির সময়, টাকা ও পরিদর্শন একেবারে নাই বললেই চলে। এতে সকলে আগ্রহী হবে এবং প্রতিবছর সকল চান্দিনা ভিটির লীজ নবায়ন হবে এবং সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।	